

সূরা ৬৮ : কলম, মাক্কী

৬৮ - سورة القلم مَكِّيَّة

(আয়াত ৫২, রুকু ২)

(آيَاتُهَا : ٥٢ رُكُوعَاتُهَا : ٢)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
১। নুন, শপথ কলমের এবং ওরা যা লিপিবদ্ধ করে তার।	١. ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ
২। তোমার রবের অনুগ্রহে তুমি উম্মাদ নও।	٢. مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ
৩। তোমার জন্য অবশ্যই রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।	٣. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ
৪। তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী।	٤. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ
৫। শীঘ্রই তুমি দেখবে এবং তারাও দেখবে -	٥. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ
৬। তোমাদের মধ্যে কে বিকারগ্রস্ত।	٦. بِأَيِّكُمْ الْمَفْتُونُ
৭। তোমার রাব্বতো সম্যক অবগত আছেন যে, কে তাঁর পথ হতে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনি জানেন তাদেরকে যারা সৎ পথপ্রাপ্ত।	٧. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

‘নূন’ প্রভৃতি হুরূফে হিজার বিস্তারিত বর্ণনা সূরা বাকারাহর শুরুতে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তি নিস্প্রয়োজন।

কলমের বর্ণনা

এখন **قَلَمٌ** শব্দ সম্পর্কে বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। বাহ্যতঃ এখানে **قَلَمٌ** দ্বারা সাধারণ কলম উদ্দেশ্য, যা দ্বারা লিখা হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলার উক্তি :

أَقْرَأُ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ. الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

পাঠ কর : আর তোমার রাব্ব মহা মহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতনা। (সূরা আ'লাক, ৯৬ : ৩-৫)

এই কলমের শপথ করে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা এটা অবহিত করছেন যে, তিনি মানুষকে লিখন শিক্ষা দিয়েছেন যার মাধ্যমে তারা ইল্ম বা জ্ঞান অর্জন করছে, এটাও তাঁর একটা বড় নি'আমাত। এজন্যই এরপরই তিনি বলেন : এবং শপথ তার যা তারা লিপিবদ্ধ করে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ভাবার্থ হচ্ছে : শপথ ঐ জিনিসের যা তারা লিখে। (তাবারী ২৩/৫২৭, ৫২৮) সুদী (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা মালাইকা/ফেরেশতাদের লিখনকে বুঝানো হয়েছে, যাঁরা বান্দাদের আমল লিখে থাকেন। অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলেন যে, এর দ্বারা ঐ কলমকে বুঝানো হয়েছে যা দ্বারা আসমান ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে তাকদীর লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তাঁরা এর অনুকূলে ঐ হাদীস দু'টি পেশ করেছেন যা কলমের বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে। ইমাম ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) ওয়ালিদ ইব্ন উবাদাহ ইব্নুস সামিত (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমার পিতা যখন মৃত্যুশয্যায় তখন তিনি ডেকে এনে বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি : নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রথমে কলম সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর কলমকে বলেন : লিখ। কলম বলল : হে আমার রাব্ব! আমি কি লিখব? তিনি বললেন : লিখ আমার আইনসমূহ এবং পৃথিবী ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে। (তাবারী ২৩/৫২৬) ইমাম আহমাদও (রহঃ) বিভিন্ন রিওয়ায়াত থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযীও (রহঃ) আবু দাউদ আত-তায়ালিসীর (রহঃ) হাদীস থেকে উদ্ধৃত করেছেন এবং তিনি হাদীসটিকে হাসান সহীহ গারীব বলেছেন। (আহমাদ ৫/৩১৭, তিরমিযী ৯/২৩২)

কলমের শপথ দ্বারা রাসূলের (সাঃ) বড়ত্ব প্রকাশ করা হয়েছে

এরপর আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন : তুমি তোমার রবের অনুগ্রহে পাগল নও, যেমন তোমার সম্প্রদায়ের মূর্খ ও সত্য অস্বীকারকারীরা তোমাকে বলে থাকে। বরং তোমার জন্য অবশ্যই রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার। কেননা তুমি রিসালাতের দায়িত্ব পূর্ণরূপে পালন করেছ এবং আমার পথে অসহনীয় কষ্ট সহ্য করেছ। তাই আমি তোমাকে বে-হিসাব পুরস্কার প্রদান করব।

عَطَاءٌ غَيْرُ مَجْذُوذٍ

ওটা অফুরন্ত দান হবে। (সূরা হুদ, ১১ : ১০৮)

فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

তাদের জন্যতো আছে নিরবিচ্ছিন্ন পুরস্কার। (সূরা তীন, ৯৫ : ৬)

‘নিশ্চয়ই তুমি উত্তম চরিত্রের অধিকারী’ এর অর্থ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন : وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী।

ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, خُلُقٍ عَظِيمٍ এর অর্থ হল دِينَ তুমি মহান দীনের উপর রয়েছ অর্থাৎ দীন ইসলাম। মুজাহিদ (রহঃ), আবু মালিক (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং রাবী ইবন আনাস (রহঃ) এ কথাই বলেছেন। (তাবারী ২৩/৫২৯, দুররুল মানসুর ৮/২৪৩) যাহহাক (রহঃ) এবং ইবন যায়িদও (রহঃ) এরূপই বলেছেন। আতিয়াহ (রহঃ) বলেন যে, خُلُقٍ عَظِيمٍ দ্বারা آدَبٍ বা উত্তম শিষ্টাচার বুঝানো হয়েছে।

কাতাদাহ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আয়িশাকে (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের চরিত্র সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন : ‘তুমি কি কুরআন পড়নি?’ প্রশ্নকারী সা‘দ ইবন হিশাম (রাঃ) বলেন : ‘হ্যাঁ, পড়েছি।’ তখন আয়িশা (রাঃ) বলেন : ‘কুরআন কারীমই তাঁর চরিত্র ছিল।’ (তাবারী ২৩/৫২৯ আবদুর রাযযাকও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (হাদীস

নং ৩/৩০৭) সহীহ মুসলিমে এ হাদীসটি পূর্ণরূপে বর্ণিত হয়েছে যা সূরা মুযায্মিলের তাফসীরে বর্ণনা করা হয়েছে। (হাদীস নং ১/৫১৩)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রকৃতিতে জন্মগতভাবেই আল্লাহ তা‘আলা পছন্দনীয় চরিত্র, উত্তম স্বভাব এবং পবিত্র অভ্যাস সৃষ্টি করে রেখেছিলেন। সুতরাং এভাবেই কুরআনুল হাকীমের উপর তাঁর আমল এমনই ছিল যে, তিনি যেন ছিলেন কুরআনের আহকামের সাক্ষাত আমলী নমুনা। প্রত্যেকটি হুকুম পালনে এবং প্রত্যেকটি নিষিদ্ধ বিষয় হতে বিরত থাকায় তাঁর অবস্থা এই ছিল যে, কুরআনে যা কিছু রয়েছে তা যেন তাঁরই অভ্যাস ও মহৎ চরিত্রের বর্ণনা। উত্তম চরিত্রের সাথে সাথে তিনি ছিলেন বিনয়ী, দয়াদ্র, ক্ষমা প্রায়ণ, ভদ্র এবং বিশিষ্ট গুণের অধিকারী। এ বিষয়ে সহীহায়িনে আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস উল্লেখ করা যেতে পারে।

আনাস (রাঃ) বলেন : ‘দশ বছর ধরে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে থেকেছি, কিন্তু তিনি কোন এক দিনের জন্যও আমাকে উহ! (যত্নগা প্রকাশক ধ্বনি) পর্যন্ত বলেননি। কোন করণীয় কাজ না করলেও এবং যা করণীয় নয় তা করে বসলেও তিনি আমাকে কোন শাসন গর্জন করা এবং ধমক দেয়াতো দূরের কথা ‘তুমি এরূপ কেন করলে’ অথবা ‘কেন এরূপ করলেনা’ এ কথাটিও বলেননি। তিনি সবারই চেয়ে বেশি চরিত্রবান ছিলেন। তাঁর হাতের তালুর চেয়ে বেশি নরম আমি কোন রেশম অথবা অন্য কোন জিনিস স্পর্শ করিনি। আর তাঁর ঘাম অপেক্ষা বেশি সুগন্ধময় কোন মিশ্ক অথবা আতর আমি শুঁকিনি। (ফাতহুল বারী ১০/৪৭১, মুসলিম ৪/১৮১৪)

ইমাম বুখারী (রহঃ) বারা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবচেয়ে সুন্দর ছিলেন, ছিলেন সবচেয়ে মধুরতম ব্যবহারের ব্যক্তিত্ব। তিনি খুব লম্বাও ছিলেননা এবং খুব খাটোও ছিলেননা। (ফাতহুল বারী ৬/৬৫২) এ সম্পর্কে বহু হাদীস রয়েছে। ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (রহঃ) তাঁর ‘কিতাবুশ শামায়েল’ কিতাবে এ সম্পর্কীয় হাদীস বর্ণনা করেছেন।

মুসনাদ আহমাদে আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনও তাঁর হাত দ্বারা না তাঁর কোন দাসকে প্রহার করেছেন, না প্রহার করেছেন তাঁর কোন স্ত্রীকে এবং না প্রহার করেছেন অন্য কেহকেও। তবে হ্যাঁ, আল্লাহর পথে জিহাদ করেছেন (এবং ঐ জিহাদে কেহকে মেরেছেন) সেটা অন্য কথা। যখন তাঁকে তাঁর পছন্দের দু’টি কাজের যে কোন একটিকে গ্রহণ করার অধিকার দেয়া হত তখন তিনি সহজটি

অবলম্বন করতেন। তবে সেটা পাপের কাজ হলে তিনি তা থেকে বহু দূরে থাকতেন। কখনও তিনি কারও নিকট হতে তাঁর নিজের কারণে কোন প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। তবে কেহ আল্লাহর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করলে তিনি আল্লাহর আহুকাম জারি করার জন্য অবশ্যই তার নিকট হতে প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন। (আহমাদ ৬/২৩২ মুসলিম ৭/৮০)

মুসনাদ আহমাদে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘নিশ্চয়ই আমি উত্তম ও পরিপূর্ণ আদব-আখলাক বাস্তবে রূপায়িত করার জন্যই প্রেরিত হয়েছি। (অর্থাৎ নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করার জন্যই প্রেরিত হয়েছি)।’ (আহমাদ ২/৩৮১)

এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন : হে নাবী! শীঘ্রই তুমি দেখবে এবং তারাও দেখবে যে, তোমাদের মধ্যে কে বিকারগ্রস্ত। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা অন্য জায়গায় বলেন :

سَيَعْلَمُونَ غَدًا مِّنَ الْكَذَّابِ الْأَشْرُ

আগামীকাল তারা জানবে, কে মিথ্যাবাদী, দাষ্টিক। (সূরা কামার, ৫৪ : ২৬) অন্যত্র বলেন :

وَأَنَّا أَوْيَاكُمْ لَعَلَّيْ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

এবং নিশ্চয়ই আমরা অথবা তোমরা সৎ পথে স্থিত অথবা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পতিত। (সূরা সাবা, ৩৪ : ২৪) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এর অর্থ করেছেন : তুমি এবং তারাও কিয়ামাত দিবসে জানতে পারবে। (কুরতুবী ১৮/২২৯) আউফী (রহঃ)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, مَفْتُونٌ বলা হয় পাগলকে। (তাবারী

২৩/৫৩১) মুজাহিদ (রহঃ) প্রমুখ মনীষীও এ কথাই বলেছেন। مَفْتُونٌ এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি সত্য হতে সরে পড়ে এবং পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। অর্থাৎ এর প্রকৃতরূপ হল : ‘শীঘ্রই তুমি জানবে এবং তারাও জানবে’ অথবা তোমাদের মধ্যে কে বিকারগ্রস্ত তা শীঘ্রই তোমাকে জানানো হবে এবং তাদেরকেও জানানো হবে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা বলেন : তোমার রাব্ব অবগত আছেন কে তাঁর পথ হতে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনি অবশ্যই জানেন তাদেরকে যারা সৎপথ প্রাপ্ত। অর্থাৎ কারা সৎপথের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এবং কাদের পদস্খলন ঘটেছে তা আল্লাহ তা‘আলা সম্যক অবগত।

৮। সুতরাং তুমি মিথ্যাচারীদের অনুসরণ করনা।	৮. فَلَا تُطْعِ الْمُكَذِّبِينَ
৯। তারা চায় যে, তুমি নমনীয় হও, তাহলে তারাও নমনীয় হবে।	৯. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ
১০। এবং অনুসরণ করনা তার যে কথায় কথায় শপথ করে, যে লাঞ্ছিত -	১০. وَلَا تُطْعِ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ
১১। পশ্চাতে নিন্দাকারী, যে একের কথা অপরের নিকট লাগিয়ে বেড়ায় -	১১. هَمَّازٍ مَّشَاءٍ بِنَمِيمٍ
১২। যে কল্যাণের কাজে বাঁধা দান করে, সে সীমা লংঘনকারী, পাপিষ্ঠ -	১২. مَنَاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ
১৩। রূঢ় স্বভাব এবং তদুপরি কুখ্যাত।	১৩. عُتْلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ
১৪। সে ধন-সম্পদ ও সম্ভান-সম্ভতিতে সমৃদ্ধশালী।	১৪. أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ
১৫। তার নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করা হলে সে বলে : এটাতো সেকালের উপকথা মাত্র।	১৫. إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَاتُنَا قَالِ اسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ
১৬। আমি তার নাসিকা দাগিয়ে দিব।	১৬. سَنَسِمْهُ عَلَى الْخُرْطُومِ

কাফিরদের খুশি করার উদ্দেশে কোন কিছু করা যাবেনা

আল্লাহ তা‘আলা বলেন : হে নাবী! আমি তো তোমাকে বহু নি‘আমাত, সরল-সঠিক পথ, মহান চরিত্র দান করেছি। সুতরাং তোমার এখন উচিত যে, যারা আমাকে অস্বীকার করছে তুমি তাদের অনুসরণ করবেনা। তারাতো চায় যে, তুমি নমনীয় হবে, তাহলে তারাও নমনীয় হবে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, ভাবার্থ এই যে, তুমি তাদের বাতিল মা‘বুদের দিকে কিছুটা ঝুঁকে পড়বে এবং সত্য পথ হতে কিছু এদিক ওদিক হয়ে যাবে। (তাবারী ২৩/৫৩৩) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে **وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ** এর অর্থ হচ্ছে তাদের দেব-দেবী সম্বন্ধে তুমি নীরব থাকবে এবং তোমার কাছে যে সত্য বাণী এসেছে তা ত্যাগ করবে। (তাবারী ২৩/৫৩৩) মহাপ্রতাপাশ্বিত আল্লাহ বলেন :

وَلَا تُطْعِ كُلَّ حَلَّافٍ مِّمَّهِنَ হে নাবী! তুমি অধিক শপথকারী ইতর প্রকৃতির লোকদের অনুসরণ করবেনা। যারা ভ্রান্ত পথে রয়েছে তাদের লাঞ্ছনা ও মিথ্যা বর্ণনা প্রকাশ হয়ে পড়ার সदा ভয় থাকে। তাই তারা আল্লাহর নামে মিথ্যা শপথ করে অন্যদের মনে নিজেদের সম্পর্কে ভাল ধারণা জন্মাতে চায়। তারা নিঃসঙ্কোচে মিথ্যা শপথ করতে থাকে এবং আল্লাহর পবিত্র নামগুলিকে অনুপযুক্ত স্থানে ব্যবহার করে।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, **مِّمَّهِنَ** এর অর্থ হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে মানুষের মধ্যে বিদ্বেষ ছড়ায় এবং নানাবিধ কটু কথা বলে এক জনের সাথে অপর জনের যে সন্ডাব ও সুন্দর সম্পর্ক আছে তাতে ফাটল ধরায়। অর্থাৎ গীবতকারী, চুগলখোর, যে বিবাদ লাগানোর জন্য এর কথা ওকে এবং ওর কথা একে লাগিয়ে থাকে।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু’টি কাবরের পাশ দিয়ে গমন করার সময় বলেন : ‘এই দুই কাবরবাসীকে শান্তি দেয়া হচ্ছে, আর এদেরকে খুব বড় (পাপের) কারণে শান্তি দেয়া হচ্ছেনা। এদের একজন প্রস্রাব করার সময় আড়াল করতনা এবং অপরজন ছিল চুগলখোর।’ (ফাতহুল বারী ১/৩৫৮, মুসলিম ১/২৪০) এ হাদীসটি সুনান গ্রন্থের লেখকগণ মুজাহিদের (রহঃ) বরাতে বর্ণনা করেছেন। (আবু দাউদ ১/২৫, তিরমিযী ১/২৩২, নাসাই ১/২৮, ৪/৪১২, ইব্ন মাজাহ ১/১২৫)

মুসনাদ আহমাদে হুযাইফা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন : ‘চুগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবেন।’ (আহমাদ ৫/৩৮২, ফাতহুল বারী ১০/৪৮৭, মুসলিম ১/১০১, আবু দাউদ ৫/১৯০, তিরমিযী ৬/১৭২ নাসাঈ ৬/৪৯৬)

এরপর আল্লাহ তা‘আলা ঐ সব লোকের আরও বদ অভ্যাসের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তারা কল্যাণের কাজে বাধা দান করে, তারা সীমালংঘনকারী ও পাপিষ্ঠ। অর্থাৎ তারা নিজেরা ভাল কাজ করা হতে বিরত থাকে এবং অন্যদেরকেও বিরত রাখে, হালাল জিনিস ও হালাল কাজ হতে সরে গিয়ে হারাম ভক্ষণে ও হারাম কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। তারা পাপী, দুর্কর্মপরায়ণ ও হারাম ভক্ষণকারী। তারা দুশ্চরিত্র, রুঢ় স্বভাব এবং তদুপরি কুখ্যাত। তারা শুধু সম্পদ জমা করে এবং কেহকেও কিছুই দেয়না।

মুসনাদ আহমাদে হারিসাহ ইব্ন অহাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতী লোকের পরিচয় দিব? (তারা হল) প্রত্যেক দুর্বল ব্যক্তি এবং নির্যাতিত ব্যক্তি। যদি সে আল্লাহর নামে কোন শপথ করে তাহলে সে তা বাস্তবায়িত করে। আর আমি কি তোমাদেরকে জাহান্নামীর সংবাদ দিব? প্রত্যেক অত্যাচারী, যালিম ও অহংকারী (জাহান্নামী)।’ (আহমাদ ৫/৩০৬, ফাতহুল বারী ৮/৫৩০, মুসলিম ৪/২১৯০, তিরমিযী ৭/৩৩১ নাসাঈ ৬/৪৯৭, ইব্ন মাজাহ ২/১৩৭৮) ইমাম বুখারী (রহঃ) এবং ইমাম মুসলিম (রহঃ) তাদের সহীহ গ্রন্থে এ হাদীসটি লিপিবদ্ধ করেছেন। এ ছাড়া আবু দাউদ ব্যতীত অন্যান্য সুনান গ্রন্থেও এ হাদীসটি বর্ণনা করা হয়েছে। সকল গ্রন্থকারগণই সুফিয়ান শাওরী (রহঃ) এবং শুবাহ (রহঃ) হতে সাঈদ ইব্ন খালিদের (রহঃ) বরাতে বর্ণনা করেছেন।

আরাবীতে বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে, ‘যাজারী’ শব্দের অর্থ হল রুঢ় বা কর্কশ এবং ‘যাওয়াজ’ শব্দের অর্থ হল লোভী এবং প্রতারণা। এ সূরার ১৩ নং আয়াতের ‘যানিম’ শব্দের ব্যাখ্যায় ইমাম বুখারী (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তা হল এমন যে, কুরাইশদের এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান হল সে যেন একটি বকরী যার এক কান কাটা। (হাদীস নং ৪৯১৭)

এটাও বর্ণিত আছে যে, কর্তিত কান বিশিষ্ট বকরী, যে কান তার গলদেশে ঝুলতে থাকে, এরূপ বকরীকে যেমন পালের মধ্যে সহজেই চেনা যায় ঠিক তেমনই মু‘মিনকে কাফির হতে সহজেই পৃথক করা যায়। এ ধরনের আরও বহু

উক্তি রয়েছে। কিন্তু সবগুলিরই সারমর্ম হল এই যে, زَنِيم্ হল ঐ ব্যক্তি যে কুখ্যাত এবং যার সঠিক নসবনামা এবং প্রকৃত পিতার পরিচয় জানা যায়না।

এরপর মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন : তাদের দুষ্কর্মের কারণ এই যে, তারা ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে সমৃদ্ধশালী। আমার নি'আমাতসমূহের শুকরিয়া আদায় করাতো দূরের কথা, তারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং ঘৃণার স্বরে বলে : এটাতো সেকালের উপকথা মাত্র। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন :

ذُرِّي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا. وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُودًا. وَبَيْنَ شُهُودًا. وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا. ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ. كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا. سَأَرْهُقُهُ صَعُودًا. إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ. فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ. ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ. ثُمَّ نَظَرَ. ثُمَّ عَبَسَ وَسَرَ. ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ. فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ. إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ. سَأَصْلِيهِ سَقَرًا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرًا. لَا تُتَّقِي وَلَا تَذَرُ. لَوْ أَحَاطَ لِلْبَشَرِ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ.

আমাকে ছেড়ে দাও এবং তাকে, যাকে আমি সৃষ্টি করেছি অসাধারণ করে। আমি তাকে দিয়েছি বিপুল ধন সম্পদ এবং নিত্য সঙ্গী পুত্রগণ। আর তাকে দিয়েছি স্বচ্ছন্দ জীবনের প্রচুর উপকরণ। এর পরও সে কামনা করে যে, আমি তাকে আরও অধিক দিই। না, তা হবেনা, সেতো আমার নিদর্শনসমূহের উদ্ধত বিরুদ্ধাচারী। আমি অচিরেই তাকে ক্রমবর্ধমান শাস্তি দ্বারা আচ্ছন্ন করব। সেতো চিন্তা করল এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। অভিশপ্ত হোক সে! কেমন করে সে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল! আরও অভিশপ্ত হোক সে! কেমন করে সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল! সে আবার চেয়ে দেখল। অতঃপর সে ভ্রু কুণ্ঠিত করল ও মুখ বিকৃত করল। অতঃপর সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল এবং অহংকার করল এবং ঘোষণা করল, এতো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু ভিন্ন আর কিছু নয়। এটাতো মানুষেরই কথা। আমি তাকে নিক্ষেপ করব সাকার-এ। তুমি কি জান সাকার কি? উহা তাদের জীবিতাবস্থায় রাখবেনা এবং মৃত অবস্থায়ও ছেড়ে দিবেনা। উহাতো

গাএচর্ম দক্ষ করবে। উহার তত্ত্বাবধানে রয়েছে উনিশ জন প্রহরী। (সূরা মুদ্দাসসির, ৭৪ : ১১-৩০) আল্লাহ তা'আলা এরপর বলেন :

أَمِ الْخُرُطُومِ আমি তার নাক দাগিয়ে দিব। অর্থাৎ আমি তাকে এমনভাবে লাঞ্ছিত করব যে, তার লাঞ্ছনা কারও কাছে গোপন থাকবেনা। সবাই তার পরিচয় জেনে নিবে। (তাবারী ২৩/৫৪১) যেমন দাগযুক্ত নাক বিশিষ্ট লোককে এক নয়র দেখলেই হাজার হাজার লোকের মধ্যেও চিনতে অসুবিধা হয়না এবং সে তার নাকের দাগ গোপন করতে চাইলেও গোপন করতে পারেনা। অনুরূপভাবে ঐ লাঞ্ছিত ও অপমানিত ব্যক্তির লাঞ্ছনা ও অপমান কারও অজানা থাকবেনা। দুনিয়ায়ও সে অপমানিত হবে। সত্য সত্যই তার নাকে দাগ দেয়া হবে এবং কিয়ামাতের দিনেও সে দাগযুক্ত অপরাধী হবে। প্রকৃতপক্ষে এটাই সঠিকতমও বটে।

১৭। আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি, যেভাবে পরীক্ষা করেছিলাম উদ্যান অধিপতিদেরকে, যখন তারা শপথ করেছিল যে, তারা প্রত্যুষে আহরণ করবে বাগানের ফল,	۱۷. إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ
১৮। এবং তারা ইন্শাআল্লাহ বলেনি।	۱۸. وَلَا يَسْتَتْنُونَ
১৯। অতঃপর তোমার রবের নিকট হতে এক বিপর্যয় হানা দিল সেই উদ্যানে, যখন তারা ছিল নিদ্রিত।	۱۹. فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَآئِمُونَ
২০। ফলে ওটা দক্ষ হয়ে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করল।	۲۰. فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ
২১। প্রত্যুষে তারা একে অপরকে ডেকে বলল -	۲۱. فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ

২২। তোমরা যদি ফল আহরণ করতে চাও তাহলে তরিং বাগানে চল।	<p>۲۲. أَنْ أَغْدُوا عَلَىٰ حَرِّثُكُمْ إِن كُنْتُمْ صَٰرِمِينَ</p>
২৩। অতঃপর তারা চলল নিম্ন স্বরে কথা বলতে বলতে।	<p>۲۳. فَأَنْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَفَتُونَ</p>
২৪। অদ্য যেন তোমাদের নিকট কোন অভাবহস্ত ব্যক্তি প্রবেশ করতে না পারে।	<p>۲۴. أَنْ لَا يَدْخُلَهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مَّسْكِينٌ</p>
২৫। অতঃপর তারা নিবৃত্ত করতে সক্ষম - এই বিশ্বাস নিয়ে প্রভাতকালে বাগানে যাত্রা করল।	<p>۲۵. وَغَدُوا عَلَىٰ حَرِّ قَدِيرِينَ</p>
২৬। অতঃপর তারা যখন বাগানের অবস্থা প্রত্যক্ষ করল, তারা বলল : আমরাতো দিশা হারিয়ে ফেলেছি!	<p>۲۶. فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ</p>
২৭। না, আমরাতো বঞ্চিত!	<p>۲۷. بَلْ لَّحْنُ مَحْرُومُونَ</p>
২৮। তাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলল : আমি কি তোমাদেরকে বলিনি? এখন তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছনা কেন?	<p>۲۸. قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ</p>
২৯। তখন তারা বলল : আমরা আমাদের রবের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা	<p>۲۹. قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا</p>

করছি, আমরাতো ছিলাম সীমা লংঘনকারী।	كُنَّا ظَالِمِينَ
৩০। অতঃপর তারা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করতে লাগল।	۳۰. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَوَّمُونَ
৩১। তারা বলল : হায়! দুর্ভোগ আমাদের! আমরাতো ছিলাম সীমা লংঘনকারী।	۳۱. قَالُوا يَوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ
৩২। আমরা আশা রাখি, আমাদের রাব্ব এর পরিবর্তে আমাদেরকে দিবেন উৎকৃষ্টতর উদ্যান; আমরা আমাদের রবের অভিমুখী হলাম।	۳۲. عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبَدِّلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ
৩৩। শাস্তি এরূপই হয়ে থাকে এবং আখিরাতের শাস্তি কঠিনতর, যদি তারা জানত!	۳۳. كَذَٰلِكَ الْعَذَابُ وَلَٰعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

কাফিরদের উপার্জন ধ্বংস হওয়ার একটি দৃষ্টান্ত

যে সকল কুরাইশ কাফির রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাবুওয়াতকে অস্বীকার করত, এখানে তাদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হচ্ছে। এখানে একটি তুলনা দেয়া যেতে পারে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা অবিশ্বাসী কুরাইশদের প্রতি অসাধারণ দয়া প্রদর্শন করেছেন, কিন্তু তারা তাঁকে অস্বীকার করল, ত্যাগ করল এবং বিরোধিতা করল। তাই মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন : আমি এদেরকে পরীক্ষা করেছি, যেমন পরীক্ষা করেছিলাম বাগানের মালিকদেরকে। ঐ বাগানে বিভিন্ন প্রকারের ফল ছিল। ঐ লোকগুলো পরস্পর শপথ করে বলেছিল যে, অতি প্রত্যুষে অর্থাৎ রাত কিছুটা বাকী থাকতেই তারা

গাছের ফল আহরণ করবে, যাতে দরিদ্র, মিসকীন এবং ভিক্ষুকরা বাগানে হাযির হওয়ার সুযোগ না পায় ও তাদের হাতে কিছু দিতে না হয়, বরং সমস্ত ফল তারা বাড়ীতে নিয়ে আসতে পারে। তারা তাদের এ কৌশলে কৃতকার্য হবে ভেবে খুব আনন্দ বোধ করল। তারা আনন্দে এমন আত্মহারা হয়ে পড়ল যে, আল্লাহ থেকেও বিস্মরণ হয়ে গেল। তাই ইনশাআল্লাহ কথাটিও তাদের মুখ দিয়ে বের হলনা। এ জন্যই তাদের এ শপথ পূর্ণ হলনা। রাতারাতিই তাদের পৌঁছার পূর্বেই আসমানী বিপদ তাদের সারা বাগানকে জ্বলিয়ে ভষ্ম করে দিল। তাদের বাগানটি এমন হয়ে গেল যে, যেন তা কালো ছাই ও কর্তিত শস্য।

সকালে তারা একে অপরকে চুপি চুপি ডাক দিয়ে বলে : ফল আহরণের ইচ্ছা থাকলে আর দেরী করা চলবেনা, চল এখনই বের হয়ে পড়ি। তারা চুপে চুপে কথা বলতে বলতে চলল যাতে কেহ শুনতে না পায় এবং গরীব মিসকীনরা যেন টের না পায়। যেহেতু তাদের গোপনীয় কথা ঐ আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার নিকট গোপন থাকতে পারেনা সেই হেতু তিনি বলেন, তাদের এ গোপনীয় কথা ছিল : 'তোমরা সতর্ক থাকবে, যেন কোন গরীব মিসকীন টের পেয়ে আজ আমাদের বাগানে আসতে না পারে। কোনক্রমেই কোন মিসকীনকে আমাদের বাগানে প্রবেশ করতে দিবেনা।'

এভাবে দৃঢ় সংকল্পের সাথে গরীব দরিদ্রদের প্রতি ক্রোধের ভাব নিয়ে তারা তাদের বাগানের পথে যাত্রা শুরু করল। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, বাগানের ফল তাদের দখলে রয়েছে। সুতরাং তারা ফল আহরণ করে সবই বাড়ীতে নিয়ে আসবে। কিন্তু বাগানে পৌঁছে তারা হতভম্ব হয়ে পড়ে। দেখে যে, সবুজ-শ্যামল শস্যক্ষেত এবং পাকা পাকা ফলের গাছ সব ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে গেছে। ফলসহ সমস্ত গাছ পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে। এখন এগুলোর আধা পয়সারও মূল্য নেই। গাছগুলোর জ্বলে যাওয়া কালো কালো কাণ্ড ভয়াবহ আকার ধারণ করে দাঁড়িয়ে আছে। প্রথমতঃ তারা মনে করল যে, ভুল করে তারা অন্য কোন বাগানে এসে পড়েছে। আবার ভাবার্থ এও হতে পারে যে, তারা বলল : 'আমাদের কাজের পছন্দই ভুল ছিল, যার পরিণাম এই দাঁড়াল।' যা হোক পরক্ষণেই তাদের ভুল ভেঙ্গে গেল। তারা বলল : 'আমাদের বাগানতো এটাই, কিন্তু আমরা হতভাগ্য বলে আমরা বাগানের ফল লাভে বঞ্চিত হয়ে গেলাম।' ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) **قَالَ أَوْسَطُهُمْ** এর অর্থ করেছেন সবচেয়ে ন্যায় পরায়ণ ও উত্তম ব্যক্তি। (তাবারী ২৩/৫৫০)

তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সৎ ও ন্যায়পন্থী ছিল সে তাদেরকে বলল : ‘দেখ, আমি তো তোমাদেরকে পূর্বেই বলেছিলাম : তোমরা ইনশাআল্লাহ বলছনা কেন?’ (তাবারী ২৩/৫৫১, দুররুল মানসুর ৮/২৫৩) সুদী (রহঃ) বলেন যে, তাদের যুগে সুবহানাল্লাহ বলাও ইনশাআল্লাহ বলার স্থলবর্তী ছিল। ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থই হল ইনশাআল্লাহ বলা। (তাবারী ২৩/৫৫০) এটাও বলা হয়েছে যে, তাদের উত্তম ব্যক্তি তাদেরকে বলেছিল : ‘দেখ, আমি তো তোমাদেরকে পূর্বেই বলেছিলাম যে, আল্লাহ তোমাদেরকে যা দান করেছেন সেই জন্য তোমরা কেন আল্লাহ তা‘আলার পবিত্রতা ঘোষণা করছনা এবং প্রশংসা করছনা?’ এ কথা শুনে তারা বলল : ‘আমাদের রাব্ব পবিত্র ও মহান। নিশ্চয়ই আমরা নিজেদের উপর যুল্ম করেছি।’ যখন শান্তি পৌঁছে গেল তখন তারা আনুগত্য স্বীকার করল, যখন আযাব এসে পড়ল তখন তারা নিজেদের অপরাধ মেনে নিল।

অতঃপর তারা একে অপরকে তিরস্কার করতে লাগল এবং বলতে থাকল : ‘আমরা বড়ই মন্দ কাজ করেছি যে, মিসকীনদের হক নষ্ট করতে চেয়েছি এবং আল্লাহ তা‘আলার আনুগত্য করা হতে বিরত থেকেছি।’ তারপর তারা সবাই বলল : এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আমাদের হঠকারিতা সীমা ছাড়িয়ে গেছে। এ কারণেই আমাদের উপর আল্লাহর আযাব এসে পড়েছে।’ অতঃপর তারা বলল : ‘সম্ভবতঃ আমাদের রাব্ব আমাদেরকে এর চেয়ে উত্তম বিনিময় প্রদান করবেন।’ অর্থাৎ দুনিয়ায়ই তিনি আমাদেরকে এর চেয়ে ভাল বদলা দিবেন। অথবা এও হতে পারে যে, আখিরাতের ধারণায় তারা এ কথা বলেছিল। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

পূর্বযুগীয় কোন কোন বিজ্ঞজনের উক্তি এই যে, এটা ইয়ামানবাসীর ঘটনা। সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, এ লোকগুলো ছিল যারওয়ানের অধিবাসী যা (তৎকালীন ইয়ামানের রাজধানী) সানআ হতে ছয় মাইল দূরবর্তী একটি গ্রাম। অন্যান্য মুফাসসির বলেন যে, এরা ছিল ইথিওপিয়ার অধিবাসী। তারা আহলে কিতাব ছিল। ঐ বাগানটি তারা তাদের পিতার নিকট হতে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিল। তাদের পিতার নীতি এই ছিল যে, বাগানে উৎপাদিত ফল ও শস্যের মধ্য হতে বাগানের খরচ বের করে এবং নিজের ও পরিবার পরিজনের সারা বছরের খরচ বের করে নিয়ে বাকীগুলি আল্লাহর নামে সাদাকাহ করে দিতেন। পিতার ইস্তিকালের পর তাঁর এই সন্তানরা পরস্পর পরামর্শ করে বলল : ‘আমাদের পিতা বড়ই নির্বোধ ছিলেন। তা না হলে তিনি এতগুলি ফল ও শস্য প্রতি বছর গরীবদেরকে দিতেননা। আমরা যদি এগুলি ফকীর মিসকীনদেরকে

প্রদান না করি এবং তা যথারীতি সংরক্ষণ করি তাহলে অতি সত্ত্বর আমরা ধনী হয়ে যাব।’ তারা তাদের এ সংকল্প দৃঢ় করে নিল। ফলে তাদের উপর ঐ শাস্তি এসে পড়ল যা তাদের মূল সম্পদকেও ধ্বংস করে দিল। তারা হয়ে গেল সম্পূর্ণ রিক্ত হস্ত। এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা’আলা বলেন :

كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةُ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ শাস্তি এরূপই হয়ে থাকে। অর্থাৎ যে কেহই আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং তাঁর নি’আমাতের মধ্যে কার্পণ্য করে দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের হক আদায় করেনা, বরং তাঁর নি’আমাতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, তার উপর এরূপই শাস্তি আপতিত হয়ে থাকে। অতঃপর তিনি বলেন :

كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةُ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ এটাতো হল পার্থিব শাস্তি, আখিরাতের শাস্তিতো এখনও বাকী রয়েছে যা কঠিনতর ও নিকৃষ্টতর।

৩৪। মুত্তাকীদের জন্য অবশ্যই রয়েছে ভোগ বিলাসপূর্ণ জান্নাত, তাদের রবের নিকট।	٣٤. إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ النَّعِيمِ
৩৫। আমি কি আত্মসমর্পন-কারীদেরকে অপরাধীদের সদৃশ গন্য করব?	٣٥. أَفَتَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ
৩৬। তোমাদের কি হয়েছে? তোমাদের এ কেমন সিদ্ধান্ত?	٣٦. مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ
৩৭। তোমাদের নিকট কি কোন কিতাব আছে যা তোমরা অধ্যয়ন কর -	٣٧. أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ
৩৮। যে, তোমাদের জন্য ওতে রয়েছে যা তোমরা পছন্দ কর?	٣٨. إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ

<p>৩৯। আমি কি তোমাদের সাথে কিয়ামাত পর্যন্ত বলবৎ এমন কোন প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ আছি যে, তোমরা নিজেদের জন্য যা স্থির করবে তা পাবে?</p>	<p>৩৯. أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَلِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ إِنَّ لَكُمْ لِمَا تَحْكُمُونَ</p>
<p>৪০। তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, তাদের মধ্যে এই দাবীর যিম্মাদার কে?</p>	<p>৪০. سَلِّهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ</p>
<p>৪১। তাদের কি কোন শরীক আছে? থাকলে তারা তাদের শরীকদের উপস্থিত করুক, যদি তারা সত্যবাদী হয়।</p>	<p>৪১. أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ</p>

তাকওয়া অবলম্বনকারীগণ পুরস্কৃত হবেন, কাফিরদের মত তাদেরকে শাস্তির সম্মুখীন হতে হবেনা

উপরে পার্থিব বাগানের মালিকদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে এবং তারা আল্লাহর আবাধ্যাচরণ এবং তাঁর হুকুমের বিরোধিতা করার কারণে তাদের উপর যে বিপদ আপতিত হয়েছিল তা আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেছেন। এরপর এখানে ঐ আল্লাহভীর লোকদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যারা আখিরাতে এমন জান্নাত লাভ করবে যার নি'আমাত শেষ হবেনা এবং হ্রাসও পাবেনা। আর তা কারও কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হবেনা। এরপর মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ আমি কি আত্মসমর্পণকারী/ মুসলিমদেরকে অপরাধীদের সদৃশ গণ্য করব? অর্থাৎ মুসলিম ও পাপীরা কি কখনও সমান হতে পারে? যমীন ও আসমানের শপথ! এটা কখনও হতে পারেনা। আল্লাহ সুবহানুহু ওয়া তা'আলা বলেন :

مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ তোমাদের কী হয়েছে? তোমাদের এ কেমন বিচার? أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ. إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا يَتَخَيَّرُونَ

হাতে কি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে অবতারিত এমন কোন কিতাব রয়েছে যা তোমাদের কাছে রক্ষিত রয়েছে এবং পূর্ববর্তীদের নিকট হতে তোমরা তা প্রাপ্ত হয়েছে? আর তাতে তা'ই রয়েছে যা তোমরা চাচ্ছ ও বলছ? অথবা তোমাদের সাথে কি আমার কোন দৃঢ় অঙ্গীকার রয়েছে যে, তোমরা যা কিছু বলছ তা হবেই? এবং তোমাদের সাথে এমন কোন চুক্তি রয়েছে কি যে, এই বাজে ও ঘৃণ্য বাসনা পূর্ণ হবেই? এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন :

سَلِّمْ إِلَيْهِمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ হে নাবী! তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর যে, তাদের মধ্যের এই দাবীর যিম্মাদার কে? তাদের কি কোন সাহায্যকারী আছে? অথবা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেহ? থাকলে তারা তাদের ঐ সাহায্যকারীদেরকে উপস্থিত করুক, যদি তারা সত্যবাদী হয়।

৪২। স্মরণ কর, গোছা পর্যন্ত পা খোলার দিনের কথা, সেদিন তাদেরকে আহ্বান করা হবে সাজদাহ করার জন্য, কিন্তু তারা তা করতে সক্ষম হবেনা।

٤٢. يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ
وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا
يَسْتَطِيعُونَ

৪৩। তাদের দৃষ্টি অবনত, হীনতা তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে, অথচ যখন তারা নিরাপদ ছিল তখনতো তাদেরকে আহ্বান করা হয়েছিল সাজদাহ করতে।

٤٣. خَشَعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرَهِقُهُمْ
ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى
السُّجُودِ وَهُمْ سَلِيمُونَ

৪৪। যারা আমাকে এবং এই বাণীকে প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে ছেড়ে দাও আমার হাতে, আমি তাদেরকে এমনভাবে ক্রমে ক্রমে ধরব

٤٤. فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا
الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ

যে, তারা জানতে পারবেনা।	حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ
৪৫। আর আমি তাদেরকে সময় দিয়ে থাকি, আমার কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ।	٤٥. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ
৪৬। তুমি কি তাদের নিকট পারিশ্রমিক চাচ্ছ যে, তারা একে একটি দুর্বহ দন্ড মনে করে?	٤٦. أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ
৪৭। তাদের কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে যে, তারা তা লিখে রাখে?	٤٧. أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ

বিচার দিবসের ভয়াবহতার বিবরণ

উপরে যেহেতু বর্ণিত হয়েছিল যে, আল্লাহভীরুদের জন্য নি‘আমাত বিশিষ্ট জান্নাতসমূহ রয়েছে, সেই হেতু এখানে বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, এই নি‘আমাতরাশি তারা ঐ দিন লাভ করবে যে দিন পদনালী উন্মুক্ত করে দেয়া হবে, অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন, যেই দিন হবে চরম সংকটপূর্ণ, বড়ই ভয়াবহ, কম্পনযুক্ত এবং বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ প্রকাশিত হওয়ার দিন। সহীহ বুখারীতে আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন :

‘আমাদের রাব্ব তাঁর পদনালী (নলা) খুলে দিবেন। তখন প্রত্যেক মু‘মিন নর ও নারী সাজদায় পতিত হবে। তবে হ্যাঁ, দুনিয়ায় যারা লোক দেখানোর জন্য সাজদাহ করত তারাও সাজদাহ করতে চাবে। কিন্তু তাদের পিঠ তক্তার মত শক্ত হয়ে যাবে। অর্থাৎ তারা সাজদাহ করতে পারবেনা।’ এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম উভয় গ্রন্থেই রয়েছে এবং অন্যান্য হাদীস গ্রন্থসমূহেও আছে যা কয়েকটি সনদে শব্দের কিছু পরিবর্তনসহ বর্ণিত হয়েছে। এটি সুদীর্ঘ ও মশহুর হাদীস। (ফাতহুল বারী ৮/৫৩১, ৫৩২, মুসলিম ১/১৬৭) এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা বলেন :

خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهُقُهُمْ ذُلَّةٌ তাদের দৃষ্টি উপরের দিকে উঠবেনা, তারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে। কেননা তারা দুনিয়ায় বড়ই উদ্ধত ও অহংকারী ছিল। সুস্থ ও নিরাপদ অবস্থায় যখন তাদেরকে সাজদাহর জন্য আহ্বান করা হত তখন তারা সাজদাহ করা হতে বিরত থাকত, যার শাস্তি এই হল যে, আজ তারা সাজদাহ করতে চাচ্ছে, কিন্তু করতে পারছেনো। আল্লাহর দ্যুতি বা তাজাল্লী দেখে সমস্ত মু'মিন সাজদায় পতিত হবে। কিন্তু কাফির ও মুনাফিকরা সাজদাহ করতে পারবেনা। তাদের কোমর তক্তার মত শক্ত হয়ে যাবে। সুতরাং ঝুঁকতেই পারবেনা, বরং যখনই তারা সাজদাহ করতে চাবে তখনই পিঠের ভরে চিৎ হয়ে পড়ে যাবে। দুনিয়ায়ও তাদের অবস্থা মু'মিনদের বিপরীত, পরকালেও তাদের অবস্থা হবে মু'মিনদের বিপরীত।

কুরআন অস্বীকারকারীর পরিণাম

এরপর মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন : ‘আমাকে এবং আমার এই হাদীস অর্থাৎ কুরআনকে অবিশ্বাসকারীদের ব্যাপারটি ছেড়ে দাও। এতে বড়ই ভীতি প্রদর্শন ও ধমক রয়েছে। অর্থাৎ হে নাবী! তুমি থাম, আমি এদেরকে দেখে নিচ্ছি। তুমি দেখতে পাবে, কিভাবে আমি এদেরকে ধীরে ধীরে পাকড়াও করব। এরা ঔদ্ধত্য ও অহংকারে বেড়ে চলবে, আমার অবকাশ প্রদানের রহস্য এরা উপলব্ধি করতে পারবেনা, হঠাৎ করে আমি এদেরকে কঠিনভাবে পাকড়াও করব। আমি এদেরকে বাড়াতে থাকব। এরা মদমত্ত হয়ে যাবে। এরা এটাকে সম্মান মনে করবে, কিন্তু মূলে এটা হবে অপমান ও লাঞ্ছনা। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

أَلَيْسَ بَلِّ
أَتُحْسَبُونَ أَنَّكُمْ مُؤْمِدُهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَيْنِينَ. نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلِّ
لَا يَشْعُرُونَ

তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে সাহায্য স্বরূপ যে ধনৈশ্বর্য ও সম্ভান-সম্পত্তি দান করি তদ্বারা তাদের জন্য সর্ব প্রকার মঙ্গল ত্বরান্বিত করছি? না, তারা বুঝেনা। (সূরা মু'মিনুন. ২৩ : ৫৫-৫৬) আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা‘আলা অন্যত্র বলেন :

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ
إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ

অতঃপর তাদেরকে যা কিছু উপদেশ ও নাসীহাত করা হয়েছিল তা যখন তারা ভুলে গেল তখন আমি সুখ শান্তির জন্য প্রতিটি বস্তুর দরজা উন্মুক্ত করে দিলাম। যখন তারা তাদেরকে দানকৃত বস্তু লাভ করে খুব আনন্দিত ও উল্লসিত হল তখন হঠাৎ একদিন আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম, আর তারা সেই অবস্থায় নিরাশ হয়ে পড়ল। (সূরা আন'আম, ৬ : ৪৪) আর এখানে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন : আমি তাদেরকে সময় দিয়ে থাকি, আমার কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'আল্লাহ তা'আলা অত্যাচারীদেরকে অবকাশ দেন, অতঃপর যখন ধরেন তখন আর ছেড়ে দেননা।' তারপর তিনি নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেন :

وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَ الْقَرْيَ وَهِيَ ظَلِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ

এরূপই তোমার রবের পাকড়াও। তিনি কোন জনপদের অধিবাসীদের পাকড়াও করেন যখন তারা অত্যাচার করে; নিঃসন্দেহে তাঁর পাকড়াও হচ্ছে অত্যন্ত যন্ত্রনাদায়ক, কঠোর। (সূরা হুদ, ১১ : ১০২) (ফাতহুল বারী ৮/২০৫, মুসলিম ৪/১৯৯৭) এরপর মহামহিমাবিত আল্লাহ বলেন :

أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ. أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُمُونَ

হে নাবী! তুমিতো তাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাচ্ছনা যা তাদের উপর খুবই ভারী बोध হচ্ছে, যার ভার বহন করতে তারা একেবারে ঝুঁকে পড়ছে? তাদের কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে যে, তারা তা লিখে রাখে! এ দু'টি বাক্যের তাফসীর সূরা তুরে বর্ণিত হয়েছে। ভাবার্থ হচ্ছে : হে নাবী! তুমি তাদেরকে মহামহিমাবিত আল্লাহর পথে আহ্বান করছ বিনা পারিশ্রমিকে! বরং তোমার প্রতিদানতো রয়েছে আল্লাহর কাছে! তথাপি এ লোকগুলো তোমাকে অবিশ্বাস করছে! এর একমাত্র কারণ হচ্ছে তাদের অজ্ঞতা ও ঔদ্ধত্যপনা।

৪৮। অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর তোমার রবের নির্দেশের অপেক্ষায়, তুমি মৎস্য সহচরের ন্যায় অধৈর্য হয়োনা, সে বিষাদ আচ্ছন্ন অবস্থায় কাতর প্রার্থনা করছিল।

٤٨. فَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا
تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ
نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ

৪৯। তার রবের অনুগ্রহ তার নিকট না পৌঁছলে সে লাস্ত্রিত হয়ে নিষ্কিণ্ড হত উন্মুক্ত প্রান্তরে।	٤٩. لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ
৫০। পুনরায় তার রাব্ব তাকে মনোনীত করলেন এবং তাকে সৎ কর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করলেন।	٥٠. فَأَجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ
৫১। কাফিরেরা যখন কুরআন শ্রবণ করে তখন তারা যেন উহাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দ্বারা তোমাকে আছড়ে ফেলে দিবে এবং বলবে ‘এতো এক পাগল’।	٥١. وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ
৫২। কুরআনতো বিশ্ব জগতের জন্য উপদেশ।	٥٢. وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ

ধৈর্য ধারণ এবং ইউনুসের (আঃ) মত অধৈর্য না হওয়ার জন্য উপদেশ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন : وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ হে নাবী! তোমার সম্প্রদায় যে তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে এবং অবিশ্বাস করছে এর উপর তুমি ধৈর্য ধারণ কর। অচিরেই আমি ফাইসালা করে দিব। পরিশেষে তুমি এবং তোমার অনুসারীরাই বিজয় লাভ করবে, দুনিয়ায়ও এবং আখিরাতেও। وَلَا تَكُنْ

تَكُنْ تুমি মৎস্য সহচরের ন্যায় অধৈর্য হয়োনা।’ এর দ্বারা ইউনুস

ইবন মাস্তাকে (আঃ) বুঝানো হয়েছে। তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের উপর রাগান্বিত হয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন। তারপর যা হওয়ার তা'ই হয় অর্থাৎ তাঁর নৌযানে সাওয়ার হওয়া, তাঁকে মাছের গিলে ফেলা, মাছের সমুদ্রের গভীর তলদেশে চলে যাওয়া, সমুদ্রের অন্ধকারের মধ্যে তাঁর

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

আপনি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই; আপনি পবিত্র, মহান; আমিতো সীমা লংঘনকারী। (সূরা আশিয়া, ২১ : ৮৭) এই কালেমা পাঠ করা, আর তাঁর দু'আ কবুল হওয়া এবং তাঁর মুক্তি পাওয়া ইত্যাদি। এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এই ঘটনা বর্ণনা করার পর মহান আল্লাহ বলেন : 'এভাবেই আমি ঈমানদারদেরকে মুক্তি দিয়ে থাকি।' আরও বলেন : 'যদি সে তাসবীহ পাঠ না করত। তাহলে কিয়ামাত পর্যন্ত সে মাছের পেটেই পড়ে থাকত।' ঐ অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَخَيَّرْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُخَيِّرُ الْمُؤْمِنِينَ

তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে উদ্ধার করেছিলাম দুশ্চিন্তা হতে এবং এভাবেই আমি মু'মিনদেরকে উদ্ধার করে থাকি। (সূরা আশিয়া, ২১ : ৮৮)

فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ

সে যদি আল্লাহর মহিমা ঘোষণা না করত তাহলে তাকে পুনরুত্থান দিন পর্যন্ত থাকতে হত ওর উদরে। (সূরা সাফফাত, ৩৭ : ১৪৩-১৪৪) এখানে মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ

সে বিষাদ আচ্ছন্ন অবস্থায় কাতর প্রার্থনা করেছিল। তখন ঐ অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা বলেন, পুনরায় তার রাব্ব তাকে মনোনীত করলেন এবং তাকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করলেন।

মুসনাদ আহমাদে আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'কারও জন্য এটা উচিত নয় যে, সে বলে : 'আমি ইউনুস ইবন মাস্তা (আঃ) হতে উত্তম'।' (আহমাদ ১/৩৯০, ফাতহুল বারী ৬/৫১৯) এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমেরও আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে। (ফাতহুল বারী ৮/১৪৪, মুসলিম ৪/১৮৪৬) আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ
শ্রবণ করে তখন তারা যেন তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দ্বারা তোমাকে আছড়ে ফেলে দিবে।
অর্থাৎ হে নাবী! তোমার প্রতি হিংসার বশবর্তী হয়ে এই কাফিরেরা তোমাকে
তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দ্বারা আছড়ে ফেলতে চায়। তোমার প্রতি আল্লাহর পক্ষ হতে
করণা বর্ষিত না হলে অবশ্যই তারা তোমাকে আছড় দিয়ে ফেলে দিত।

চোখ লাগা সত্য

এ আয়াতে ঐ বিষয়ের উপর দলীল রয়েছে যে, নযর লাগা এবং আল্লাহর
হুকুমে ওর প্রতিক্রিয়া হওয়া সত্য। যেমন বহু হাদীসেও রয়েছে, যা কয়েকটি সনদে
বর্ণিত হয়েছে। আবু আবদুল্লাহ ইব্ন মাজাহ (রহঃ) বুরাইদাহ ইব্নুল হুসাইব (রাঃ)
থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : বদ
নজর এবং যাদু-টোনা ছাড়া অন্য কোন কারণে ঝাড়-ফুক নেই। (ইব্ন মাজাহ
২/১১৬১) ইমাম মুসলিমও (রহঃ) এ হাদীসটি বুরাইদাহর (রাঃ) বরাতে তার সহীহ
গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। (হাদীস নং ১/১৯৯) ইমাম বুখারী (রহঃ), আবু দাউদ
(রহঃ) এবং তিরমিযীও (রহঃ) ইমরান ইব্ন হুসাইনের (রাঃ) বরাতে এ হাদীসটি
বর্ণনা করেছেন। ইমরানের (রাঃ) বর্ণনাটি নিম্নরূপ : ঝাড়ফুক করা যেতে পারে
এক মাত্র বদ নজর এবং যাদু-টোনা থেকে ভাল হওয়ার জন্য। (ফাতহুল বারী
১০/১৬৩, আবু দাউদ ৪/২১৩ এবং তিরমিযী ৬/২১৭)

সহীহ মুসলিমে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘নযর সত্য, তাকদীরের উপর কোন কিছু
জয়যুক্ত হলে তা এই নযরই হত। যদি তোমরা গোসল করতে চাও (বদ নযর দূর
করার জন্য) তাহলে ভাল করে গোসল করবে। (হাদীস নং ৪/১৭১৯) ইমাম
মুসলিম (রহঃ) একাই এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইমাম বুখারীর (রহঃ)
বর্ণনায় এটি পাওয়া যায়না।

মুসনাদ আবদুর রায্বাকে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে,
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্ন লিখিত কালেমা দ্বারা হাসান
(রাঃ) ও হুসাইনের (রাঃ) জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করতেন :

أَعِذُّكُمْ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ

عَيْنٍ لَامَّةٍ

‘আমি তোমাদের দু’জনের জন্য আল্লাহর পরিপূর্ণ কালেমা দ্বারা প্রত্যেক শাইতান হতে এবং প্রত্যেক বিষাক্ত জন্তু হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আরও আশ্রয় প্রার্থনা করছি প্রত্যেক (বদ) নযর হতে যা লেগে যায়।’ তিনি বলতেন : ইবরাহীমও (আঃ) এ শব্দগুলি দ্বারা ইসহাক (আঃ) ও ইসমাইলের (আঃ) জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।’ এ হাদীসটি সহীহ বুখারী (রহঃ) এবং আহলুস সুনান গ্রন্থসমূহেও বর্ণনা করা হয়েছে। (ফাতহুল বারী ৬/৪৭০, আবু দাউদ ৫/১০৪ এবং তিরমিযী ৬/২২০, নাসাঈ ৬/২৫০, ইবন মাজাহ ২/১১৬৪)

সুনান ইবন মাজাহয় বর্ণিত আছে যে, আবু উমামাহ ইবন সাহল ইবন হুনাইফ (রাঃ) গোসল করছিলেন। আমির ইবন রাবীআহ (রাঃ) বলে উঠলেন : ‘আমিতো এ পর্যন্ত কোন পর্দানশীল মহিলারও এরূপ (সুন্দর) ত্বক দেখিনি!’ এ কথা বলার অল্পক্ষণ পরেই সাহল অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। জনগণ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট নিয়ে গিয়ে বলেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সাহলের (রাঃ) একটু খবর নিন, তিনি অজ্ঞান হয়ে গেছেন।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদেরকে বললেন : ‘তোমাদের কারও উপর সন্দেহ আছে কি?’ তাঁরা জবাবে বললেন : ‘হ্যাঁ, আমির ইবন রাবীআহর (রাঃ) উপর সন্দেহ আছে।’ তিনি তখন বললেন : ‘তোমাদের মধ্যে কেহ কেন তার ভাইকে হত্যা করতে ইচ্ছুক? যখন তোমাদের কেহ তার ভাইয়ের এমন কোন জিনিস দেখবে যা তার খুব ভাল লাগবে তখন তার উচিত তার জন্য বারাকাতের দু‘আ করা।’ তারপর তিনি পানি আনতে বললেন এবং আমীরকে (রাঃ) বললেন : ‘তুমি উয়ূ কর। সুতরাং তিনি মুখমণ্ডল, কনুই পর্যন্ত হাত, হাঁটু এবং লুঙ্গীর মধ্যস্থিত দেহের অংশ ধৌত করলেন। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে আদেশ করলেন যেন সাহলের (রাঃ) উপর ঐ পানি ঢেলে দেয়া হয়। সুফিয়ান (রহঃ) বলেছেন যে, মা‘মার (রহঃ) যুহরী (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে আদেশ করলেন যে, তিনি যেন সাহলের (রাঃ) পিছন দিক থেকে তার উপর পানির পাত্রটি উপুড় করে ধরেন। (ইবন মাজাহ ৩৫০৯) ইমাম নাসাঈ (রহঃ) এ হাদীসটি অন্য রিওয়াযাতে আবু উমামাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে : তিনি তার পিছন দিক থেকে পাত্রটি উপুড় করে তার (সাহল) উপর ঢেলে দেন। (নাসাঈ ৭৬১৭-৭৬১৯)

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিন ও মানবের বদ নযর হতে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। যখন সূরা

ফালাক ও সূরা নাস অবতীর্ণ হল তখন এ দু'টিকে গ্রহণ করে অন্যান্য সবগুলিকে ছেড়ে দিলেন। (ইব্ন মাজাহ ২/১১৬১, তিরমিযী ৬/২১৮ নাসাঈ ৮/২৭১) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) একে হাসান বলেছেন।

মুসনাদ আহমাদে আবু সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, জিবরাঈল (আঃ) নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বলেন : 'হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি কি অসুস্থ?' তিনি উত্তরে বলেন : 'হ্যাঁ।' তখন জিবরাঈল (আঃ) বলেন :

بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ
حَاسِدٍ. اللَّهُ يَشْفِيكَ بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ.

'আল্লাহর নামে আমি আপনাকে ঝাড়ফুঁক করছি এমন প্রত্যেকটি জিনিসের জন্য যা আপনাকে কষ্ট দেয় এবং প্রত্যেক ব্যক্তির অনিষ্টকারিতা ও হিংসূকের নযর থেকে। আল্লাহ আপনাকে রোগমুক্তি দান করুন। আল্লাহর নামে আপনাকে ঝাড়ফুঁক করছি।' এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রহঃ) এবং ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) ছাড়া অন্যান্য আহলুস সুনানও বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমাদও (রহঃ) আবু সাঈদ (রাঃ) অথবা যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম শারীরিক অসুস্থতার জন্য কষ্ট পাচ্ছিলেন। তখন জিবরাঈল (আঃ) তাঁর কাছে এসে নিম্নের দু'আ পাঠ করতে বললেন :

بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ
حَاسِدٍ. اللَّهُ يَشْفِيكَ بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ.

আল্লাহর নামে আমি আপনাকে ঝাড়ফুঁক করছি এমন প্রত্যেকটি জিনিসের জন্য যা আপনাকে কষ্ট দেয় এবং প্রত্যেক ব্যক্তির অনিষ্টকারিতা ও হিংসূকের নজর থেকে। আল্লাহ আপনাকে রোগমুক্তি দান করুন। আল্লাহর নামে আপনাকে ঝাড়ফুঁক করছি। (আহমাদ ৩/২৮, ৫৬, মুসলিম ৪/১৭১৮, তিরমিযী ৪/৪৬, নাসাঈ ৬/২৪৯, ইব্ন মাজাহ ২/১১৬৪)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'নিশ্চয়ই নযর লাগা সত্য।' (আহমাদ ২/৩১৯, ফাতহুল বারী ১০/২১৩, মুসলিম ৪/১৭১৯)

উবায়দ ইব্ন রিফাআহ যারাকী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আসমা (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! জাফরের (রাঃ) সন্তানদের (বদ) নয়র লেগে থাকে, সুতরাং আমি কোন ঝাড়-ফুক করাব কি?’ উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : ‘হ্যাঁ, যদি কোন জিনিস তাকদীরের উপর জয়যুক্ত হত তাহলে তা হত এই (বদ) নয়র।’ এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রহঃ), ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এবং ইমাম ইব্ন মাজাহ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। (আহমাদ ৬/৪৩৮, ফাতহুল বারী ৬/২১৯ ও ইব্ন মাজাহ ২/১১৬০) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবু উমামাহ ইব্ন সাহল ইব্ন হুнайফ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তার পিতা তাকে জানিয়েছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার মাক্কার পথে রওয়ানা হন। তাঁর সাথে সাহাবীগণও ছিলেন এবং তারা আল জুহফাহ এলাকায় খাররার নামক উপত্যকায় পৌঁছেন। সেখানে তারা বিশ্রাম নেন এবং সাহল (রাঃ) গোসল করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ফর্সা, সুদর্শন এবং মস্ন চামড়ার অধিকারী। তিনি যখন গোসল করছিলেন তখন বানী আদী ইব্ন কাব গোত্রের আমির ইব্ন রাবিয়িয়াহ (রাঃ) তার দিকে লক্ষ্য করে বলেন : এত সুন্দর চামড়ার অধিকারী কোন সুন্দরী রমণীকেও দেখিনি, যা আজ আমি অবলোকন করলাম। তখন সাহল (রাঃ) হঠাৎ করে বেহুশ হয়ে মাটিতে পড়ে যান। সুতরাং তৎক্ষণাৎ তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় এবং বলা হয় : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি সাহলের (রাঃ) ব্যাপারে কিছু করতে পারেন কি? সেতো মাথাও তুলছেন এবং তার জ্ঞানও ফিরে আসছেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন : তার এ অবস্থার জন্য তোমরা কি কেহকে দায়ী করছ? তারা উত্তর দিলেন : আমির ইব্ন রাবিয়িয়াহ (রাঃ) তার দিকে তাকিয়ে দেখছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমিরকে (রাঃ) ডেকে পাঠালেন এবং তার প্রতি অত্যন্ত রাগান্বিত হন। অতঃপর তিনি বললেন : তোমাদের কেহ কি জেনে শুনে তার ভাইকে হত্যা করতে চাও? তোমরা যখন তোমাদের ভাইয়ের মাঝে তোমরা পছন্দ কর এমন কিছু দেখতে পাও তখন কেন আল্লাহর কাছে তার জন্য মঙ্গল কামনা করনা? রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম অতঃপর বললেন : তাকে গোসল করাও। সুতরাং তিনি

(আমির) তার মুখমন্ডল, হাতদ্বয়, টাখনু, পা, পায়ের নলা এবং শরীরের ভিতরের অংশের কাপড় একটি চৌবাচ্চায় ধৌত করেন। অতঃপর ঐ পানি সাহলের (রাঃ) উপর ছেড়ে দেয়া হয়। এক লোক সাহলের (রাঃ) পিছন দিক থেকে তার মাথায় এবং পিঠে পানি ঢেলে দেন। অতঃপর পানির পাত্রটি তার পিছন দিক দিয়ে উপুড় করে খালি করে ফেলা হয়। এর পর সাহল (রাঃ) আরোগ্য লাভ করেন এবং তার লোকদের সাথে তিনি ফিরে যান, যেন ইতোপূর্বে কোন রোগ-ভোগে কষ্টই পাননি। (আহমাদ ৩/৪৮৬)

ইমাম আহমাদের (রহঃ) অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে যে, উবাইদুল্লাহ ইব্ন আমির (রহঃ) বলেছেন : আমির ইব্ন রাবিয়াহ (রাঃ) এবং সাহল ইব্ন হুলাইফ (রাঃ) গোসল করার জন্য বের হন। তারা একজন থেকে অন্যজনে আড়াল করে গোসল করতে শুরু করেন। অন্যদের থেকে নিজের শরীরকে আড়াল করার জন্য সাহল (রাঃ) যে উলের তৈরী বস্ত্র ব্যবহার করতেন তা আমির (রাঃ) খুলে ফেলেন। আমির (রাঃ) বলেন : সাহল (রাঃ) যখন গোসল করছিলেন তখন আমি তার দিকে তাকালাম। অতঃপর পানিতে কিছু পরে যাওয়ার উচ্চ শব্দ শুনতে পেলাম, যেখানে তিনি গোসল করছিলেন। সুতরাং আমি তার কাছে দৌড়ে গেলাম এবং তাকে তিনবার ডাকলাম, কিন্তু তিনি কোনো সাড়া দিলেননা। আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেলাম এবং ব্যাপারটি তাঁকে জানালাম। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে চলে এলেন এবং তিনি লম্বা পা ফেলে চলছিলেন। আমার চোখে এখনও সেই দৃশ্য এবং তার পায়ের নলার শ্বেত-শুভ্রতার কথা ভাসছে। তিনি সাহলের (রাঃ) কাছে এলেন (তিনি তখন বেহুশ অবস্থায় ছিলেন) এবং তাঁর হাত দ্বারা সাহলের (রাঃ) বুকে আঘাত করলেন এবং বললেন :

اللَّهُمَّ اصْرِفْ عَنْهُ حَرَّهَا وَبَرْدَهَا وَوَصَبَهَا

‘হে আল্লাহ! তার থেকে গরম, ঠান্ডা এবং যন্ত্রণা দূর করে দাও।’ তৎক্ষণাৎ সাহল (রাঃ) উঠে দাড়ালেন। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : যদি তোমাদের কোন ভাইকে, নিজকে অথবা নিজের সম্পদ দেখে আনন্দ অনুভব কর তখন সে যেন আল্লাহর কাছে রাহমাত কামনা করে। কারণ নিশ্চয়ই অশুভ দৃষ্টি সত্য। (আহমাদ ৩/৪৪৭)

কাফিরদের দোষারোপ করণ এবং উহার জবাব

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, **وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ** কাফিরেরা সব সময়ই রাসূলের প্রতি বক্র নয়নে তাকাত এবং বাক্যবাণে জর্জরিত করত। তারা বলত যে, তিনি একজন পাগল। তারা এ জন্য এ কথা বলত যে, তিনি ছিলেন কুরআনের বাহক। আল্লাহ তা'আলা তাদের এ কথার জবাবে বলেন : 'কুরআনতো বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ।'

সূরা কলম -এর তাফসীর সমাপ্ত।